সংবাদ

তারিখ ...3 সেপ্টে ২০১২ ...
পৃঃ ...১ কলাম ৮...

শিক্ষক স্বল্পতা ও অধিদফতরের সঙ্গে সমন্বয়হীনতা

১০ বছরেও সরকারি হাইস্কুলে চালু হয়নি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর

রাকিব উদ্দিন

দশ বছরেও রাজধানীর ১১টিসহ সারাদেশের ২৯৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর চালু করতে পারেনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সঙ্গে মাউশির সমন্বয় না হওয়া এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক শিশু শিক্ষার্থী সরকারি স্কুলে পাঠলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জানা গেছে, ২০০৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক হয়। ফলে দেশের মোট ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসে। কিন্তু মন্ত্রণালয় পৃথক হওয়ার পর কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর চালু করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মাউশি কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে জোরালো কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল সংবাদকে বলেন, '২০০৩ সালে প্রাথমিক থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক হওয়ার পর কোন সরকারি হাইস্কুলে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কারণ ওইসব স্কুলে এখন প্রাথমিক স্তর চালু করতে হলে নতুন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে কিছু কিছু স্কুলে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে' বলেও তিনি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানায়, ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২৯৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তি করার উদ্যোগ নিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন, রাজধানীসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বেহাল দশা, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ বাণিজ্যিক হয়ে পড়ায় সরকারি হাইস্কুলের প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

মাউশির কর্মকর্তারা জানান, ২৯৩টি সরকারি হাইস্কুলের প্রতিটিতেই পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর চালু করার মতো অবকাঠামোগত সুবিধা, স্থাপনা ও জমি আছে। কেবল শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিলেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রায় দ্বিগুণ শিক্ষার্থী পাঠদানের

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

সরকারি : হাইস্কুলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুযোগ পাবে। সরকারের অঙ্গীকার, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হলেও প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠদানের পরিধি বৃদ্ধি করা জরুরি।

এছাড়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্বল মনিটরিং ও উদাসীনতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আগ্রহে ভাটা পড়ছে। এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে গড়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলগুলো। এতে শিক্ষায় বাড়ছে বৈষম্য।

প্রসঙ্গত শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরকে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে। সেই হিসেবে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলে আলটিমেটলি (চূড়ান্তভাবে) যেসব বিদ্যালয়ে ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী নেই, সেসব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর চালু করতেই হবে।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, রাজধানীর ২৪টিসহ সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ঢাকার ২৪টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১৩টিতে প্রথম শ্রেণী চালু আছে। বাকি ১১টি প্রতিষ্ঠানের কোনটি তৃতীয়, কোনটিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু আছে। সব সরকারি হাইস্কুলে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর না থাকায় সংশ্লিষ্ট জেলার সুনাম অর্জনকারী বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য কোমলমতি শিশুদের রীতিমতো ভর্তি যুদ্ধে নামতে হয়। এতে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা ভালোমানের প্রতিষ্ঠানে পাঠলাভের সুযোগ পাচ্ছে না।

ঢাকার যেসব প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী চালু আছে, সেগুলো হলো- গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল, শেরেবাংলানগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

অন্যদিকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত ২৯৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১১টি প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী চালু রয়েছে। বাকি ২৮২টি বিদ্যালয়ের কোনটি ৩য় থেকে এবং কোনটিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। কুমিল্লায় একটি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে।

জেলা পর্যায়ে যেসব বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী চালু রয়েছে, সেগুলো হলো- নরসিংদীর ব্রাহ্মণন্দী কেকেএম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জের সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা (মাধ্যমিক শাখা), লালমনিরহাট সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বি-বাড়িয়ার মডেল গার্লস হাইস্কুল ও অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও নেত্রকোনার আঞ্জুমান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

এ বিষয়ে সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকেই জেলা পর্যায়ের এক শিফটের স্কুলে শিক্ষকের পদ ২৬টি এবং ডাবল শিফটের স্কুলে ৫২টি পদ নির্ধারিত আছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের স্কুলের সে অনুপাতে পদ সৃষ্টি হয়নি। এখনও উপজেলা পর্যায়ের অনেক স্কুলে মাত্র ৫-৭ জন শিক্ষক আছে।' তিনি বলেন, 'উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ দিলেই পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তর চালু করা সম্ভব।'

তিনি আরও জানান, 'দেশের ৩১৭টি সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে বর্তমানে ২১৪টিতেই প্রধান শিক্ষক নেই। এসব স্কুল সহকারী ও সহকারী প্রধান শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে।' মাউশি জানায়, ৩১৭টি সরকারি হাইস্কুলে মোট শিক্ষকের পদ আছে ৯ হাজার ৯৩৬টি। এরমধ্যে বর্তমানে শূন্য আছে এক হাজার ৫৩২টি পদ। এসব পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে মাউশি। গতকাল এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে এক সভাও অনুষ্ঠিত হয়।